সংবাদ

তারিখ ... 24 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী

মান ও যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন

সেবিকা দেবনাথ

দেশের মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের (২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থীদের মান ও যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষকরা। সর্বোচ্চ নাম্বার ও পয়েন্ট নিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেও বেশ কিছু শিক্ষার্থীর ইংরেজি মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার যোগ্যতাও নেই বলে মনে করেন তারা।

ক্লাসে অনিয়মিত এবং অকৃতকার্য হচ্ছে বিভিন্ন পরীক্ষায়

এছাড়া অন্য যেকোন শিক্ষাবর্ষের চেয়ে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাসে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা বেশি। ক্লাসে অমনোযোগী ওই সব শিক্ষার্থী বিভিন্ন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হচ্ছে। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সভা ও কাউন্সিলিং করেও এ অবস্থার খুব একটা উন্নতি হচ্ছে না। দেশের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের মান পর্যালোচনা এবং হাজিরা খাতা দেখে এমন তথ্যই জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

মেডিকেল কলেজের শিক্ষকরা বলছেন, ক্লাসে শিক্ষার্থীদের ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। যা আগে কখনো লক্ষ্য করা যায়নি।

তারা অভিযোগ করেন, একটি বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ লেকচার দেয়ার পরও শিক্ষার্থীদের কাছে ওই বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে তারা প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না। শুধু তাই নয়, এমন অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে যারা কোন বিষয়ে লেকচার দেয়া হয়েছে সেটিও বলতে পারে না। আবার এমন কিছু শিক্ষার্থী রয়েছে যারা মেডিকেলে পড়াতো দূরের কথা পঞ্চম শ্রেণীর জ্ঞানও তাদের নেই। মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রশ্ন সহজিকীকরণ, গ্রেস মার্কসহ বিভিন্ন কারণ এই অবস্থার জন্য দায়ী বলে মনে করছেন তারা।

ঢাকা মেডিকেল কলেজে (ঢামেক) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা ২১৯ জন। তাদের মধ্যে ১৯৭ জন স্থানীয় এবং বিদেশি কোটায় ২২ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। ১৯৭ জনের মধ্যে ১৮ জন শিক্ষার্থী নিয়মিত ক্লাস করে না। পাঁচজন শিক্ষার্থী কলেজে একেবারেই আসছে না। 'ফার্স্ট টার্ম' পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে গড়ে ৩৫ জন শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে।

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয় ২০৫ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে প্রায় ৩০ জনই ক্লাসে অনিয়মিত ও অমনোযোগী। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্যার সলিমুল্লাহ

যোগ্যতা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

যোগ্যতা : নিয়ে প্রশ্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মেডিকেল কলেজের এনাটমি বিভাগের এক অধ্যাপক সংবাদকে বলেন, 'প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী জিরো ক্যাটাগরির। এর মধ্যে ১০ শতাংশ কোন মানের মধ্যেই পড়ে না। ইংরেজি মাধ্যমের পঞ্চম শ্রেণীর জ্ঞানও তাদের নেই। যারা বিভিন্ন ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হচ্ছে তাদের কাছ থেকে এর বেশি আর কি আশা করতে পারি?'

দেশের বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজ বেশ সুপরিচিত। প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া ১১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৫ জনই ক্লাসে অনিয়মিত এবং অমনোযোগী। ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে ৫০ জন। এনাটমি পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ১১ জন শিক্ষার্থী।

হলি ফ্যামেলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজে প্রথম বর্ষের ১৪৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষায় অংশ নেয় ১২৯ জন শিক্ষার্থী। বাকি ১৬ জন শিক্ষার্থী ক্লাসে অনিয়মিত। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাস করেছে ১১২ জন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের উপাধক্ষ্য অধ্যাপক ডা. শফিকুল আলম চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'প্রতি বারই আমরা কিছু অনিয়মিত শিক্ষার্থী পাই। কিন্তু প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ সংখ্যা খুবই উদ্বেগজনক। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের তালিকা চাওয়া হয়েছে। সমস্যা সমাধানে অভিভাবক এবং কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে কয়েক দফা সভা হয়েছে। ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও মনোযোগ বাড়াতে আমরা বিভিন্ন রকম চেষ্টা করছি।'

কলেজের এনাটমি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. শামীম-আরা সংবাদ'কে বলেন, 'যারা মেডিকেলে পড়তে আগ্রহী তাদের প্রথম পছন্দ থাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ। এখানে ভর্তি হওয়াটা তাদের জন্য একটা স্বপ্ন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে ভর্তি হওয়ার পরও শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাসে আসছে না। তারা ক্লাসেও মনোযোগী না। কলেজ কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের বিষয়টি জানিয়েছেন। তখন অভিভাবকরা আমাদের জানালেন সন্তানদের ক্লাসে না আসার বিষয়টি তারা জানতেনই না। আমরা চেষ্টা করছি।'

ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজের শিক্ষকরা জানান, অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে টাঙ্গাইল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, যশোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি রীতিমতো হতাশাজনক।

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. জালালউদ্দিন আশরাফুল হক সংবাদ'কে বলেন, 'কলেজের ১১ বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেও তারা মেডিকেল কারিকুলামের সঙ্গে তাল মিলাতে পারছে না। অভিভাবকদের নিয়ে কয়েক দফা মিটিং করেও কোন ভালো রেজাল্ট আসছে না।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হলি ফ্যামেলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজের এক শিক্ষক সংবাদকে বলেন, 'এটা হয়তো প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষকতা জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি অন্য বছরের তুলনায় প্রথম বর্ষের অনেক শিক্ষার্থীর মেডিকেলে পড়ার যোগ্যতাই নেই। তারা ক্লাসে অনিয়মিত এবং অমনোযোগী। ভবিষ্যতে যাদের ওপর মানুষের জীবন মৃত্যু অনেকাংশে নির্ভর করছে তাদেরই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে মানুষ আস্থা পাবে কোথায়? আমাদের ভাবতে হবে তাদের হাতে রোগীরা কতটা নিরাপদ থাকবে?'

দেশের ৩০টি সরকারি ও ৬৯টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। বিশিষ্ট চিকিৎসকরা বলছেন, স্বাস্থ্যশিক্ষায় গুণগত মান যাচাই করলে দেশের ৭৫ শতাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজের কোন মান নেই। স্বাস্থ্য শিক্ষা নয়, তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো বাণিজ্য করা। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে তাদের মেডিকেলে ভর্তি করানো।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে ঢালাওভাবে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদনের সমালোচনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম বলেন, এখন বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তিতে ২০-২৫ লাখ টাকা দিতে হয়। এটা কি কোন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো? টাকা থাকলেই মেডিকেলে পড়া যায়। আমরা ডাক্তার বলে যাদের তৈরি করছি, তাদের কাছে আমরা কি চিকিৎসা নিতে প্রস্তুত আছি?

এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ সংবাদকে বলেন, 'শুধু মেডিকেল কলেজেই নয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছরই কিছু অনিয়মিত শিক্ষার্থী থাকে। বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষই সমন্বয় করে থাকেন। কোন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সমন্বয় করতে পারছেন না এমন কোন অভিযোগ আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত আসেনি।'